অধ্যায় ৭ঃ পৌরসভার ভিশন তৈরী, উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়

Formulation of Pourashava Vision, Identification of Priority area of Development and Determination of Implementation Strategies

৭.১ ভূমিকা

Introduction

ভৈরব পৌরসভার সকল ওয়ার্ডে পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের মান, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী চাহিদা এবং অগ্রাধিকার নির্ণয়ে জনগণের অভিমত ও ধারণা গ্রহণ, আদর্শ ওয়ার্ডে উন্নিত করার ব্যাপারে ওয়ার্ডে বসবাসকারী নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ এবং সার্বিক পৌরসভা ভিশন ও উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে ওয়ার্ডের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভৈরব পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলন পরিচালনা করা হয়। ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলনের অংশ হিসেবে প্রতিটি ওয়ার্ডের ভিশন অনুশীলনের সময় পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং গভার্নেন্স/পরিচালন ব্যবস্থার বিষয়সমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে স্টেকহোল্ডারগণ স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি করণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে প্রতিটি সেক্টরের অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি তালিকা তৈরি করা হয়। এই অগ্রাধিকার ভিত্তিক তলিকা ওয়ার্ড ভিশন বিবৃতি প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে ওয়ার্ডের স্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ১২ টি ওয়ার্ডের ভিশন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তথ্য চিত্রে ভৈরব পৌরসভার ওয়ার্ড ভিশন

তথ্য চিত্রে ভৈরব পৌরসভার ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন

১২ টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ভিশন অনুশীলনের তথ্য বিশ্লেষণ করে সেক্টর ভিত্তিক সম্মিলিত অগ্রাধিকারের চিত্র নিম্নে প্রদান করা হ'ল :

টেবিল ৭.১ ঃ ভৈরব পৌরসভার সেক্টর ভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ণয়

অবকাঠামো ও সেবা		আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন		গভার্নেন্স ও পরিচালন ব্যবস্থা	
সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	সম্মিলিত অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার	সেক্টর ভিত্তিক বিষয়	গড় অগ্রাধিকার
রাস্তা ও ফুটপাথ	১ম	আবাসন সুবিধা	৭ম	বিরোধ নিষ্পত্তি	৪র্থ
পানি সরবরাহ, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	৬ষ্ট	দারিদ্র্য	৬ষ্ট	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	৬ষ্ঠ
পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা	৪র্থ	নিরাপত্তা	৫ম	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	৫ম
ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	৩য়	দৈনন্দিন জীবিকা	৮ম	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা	৭ম
পরিবেশ উন্নয়ন	৮ম	বিনোদন ব্যবস্থা	৪র্থ	পৌরসভার কার্যক্রমে জনগনের অংশগ্রহণের সুযোগ (আর্থিক ও প্রশাসনিক)	১ম
আবর্জনা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৭ম	শিক্ষা সেবা	২য়	মহা পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন	২য়
গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	৯ম	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	১ম	নতুন পানি সংযোগ গ্রহণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	৩য়
বিনোদন সুবিধা	১১ তম	পরিবেশের ভারসাম্য	৫ম		
গ্রোথ সেন্টার	২য়	অন্যান্য পানি/স্যানেটারী	৩য়		
সোলার সিস্টেম বাতি	৫ম				
আবাসন ব্যবস্থা	১০ম				

উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহের প্রয়োজনীয়তার অগ্রাধিকারের বিষয়ে ভৈরব পৌরসভায় পরিচালিত ০৬ টি FGD তে যে তথ্য পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে নির্ণিত সম্মিলিত অগ্রাধিকারের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

টেবিল ৭.২ ঃ ভৈরব পৌরসভার সেক্টর ভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ণয়

রাস্তা, ফুটপাত, কালভার্ট,পরিবহন ব্যবস্থা ও সড়কবাতি	নর্দমা নির্মান/ মেরামত	পানি সরবরাহ	পয়ঃ নিস্কাশন	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	স্বাস্থ্য সেবা	শিক্ষা ব্যবস্থা	অন্যান্য (শ্বশান ঘাট, কবর স্থান কসাই খানা	বিনোদন সুবিধা	নিরাপত্তা ও সড়ক বাতি
√	√	√	-	-	√	√	-	-	√
√	√	√	-	-	√	-	-	-	√
√	√	√	-	-	√	-	-	-	√

রাস্তা, ফুটপাত, কালভার্ট,পরিবহন ব্যবস্থা ও সড়কবাতি	নর্দমা নির্মান/ মেরামত	পানি সরবরাহ	পয়ঃ নিস্কাশন	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	স্বাস্থ্য সেবা	শিক্ষা ব্যবস্থা	অন্যান্য (শ্বশান ঘাট, কবর স্থান কসাই খানা	বিনোদন সুবিধা	নিরাপত্তা ও সড়ক বাতি
√	√	√	-	-	√	-	-	-	√
√	√	√	-	-	√	-	-	-	√
√	√	√	-	-	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
√	√	√	-	-	√	-	-	-	√
√	√	√	-	-	√	-	-	-	√
√	√	√	√	√	√	√	-	√	√
√	√	√	√	√	-	√	-	√	√
১১টি	১১টি	১১টি	৩টি	৩টি	১০টি	৫টি	১টি	৪টি	১১টি
১ম	১ম	১ম	৫ম	৫ম	২য়	৩য়	৬ষ্ঠ	৪র্থ	১ম

৭.২ পৌরসভা ভিশন অনুশীলন ও SWOT বিশ্লেষণ

Pourashava Vision Exercise & SWOT Analysis

ভৈরব পৌরসভায় দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন 'ভিশন' এবং স্বল্প ও মধ্য-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয়ে পিডিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে পৌরসভার বিদ্যমান সেবার মান, পৌরসভার চাহিদা সম্পর্কে নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের মতামত ও ধারণা গ্রহণ, ভৈরব পৌরসভাকে একটি আদর্শ পৌরসভায় উন্নীত করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে পৌরসভার 'ভিশন' প্রণয়ন এবং ভিশন প্রণয়নের জন্য চাহিদার অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়ের লক্ষ্যে ভৈরব পৌরসভায় ১৮ জানুয়ারী' ২০২৩ তারিখে ভৈরব পৌর মিলনায়তনে জনাব ইফতেখার হোসেন বেনু, মেয়র ভৈরব পৌরসভা এর উপস্থিতিতে 'পৌরসভা ভিশন' উপস্থাপন করছেন ভৈরব পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী জনা মোঃ শাহজাহান । পিডিপি প্রণয়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত পৌরসভা ভিশন অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভা মেয়রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'পৌরসভা ভিশনিং' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রীত স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ৪টি গ্রুপ গঠন করে স্টেকহোল্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা, 'ওয়ার্ড ভিশনিং' অনুশীলনের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রতিটি দল পৌরসভার সামর্থ ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ করে।

৪টি দলের SWOT বিশ্লেষণ সমন্বিত চিত্র নিম্নের ছকে দেওয়া হলঃ

টেবিল ৭.৩ ঃ ভৈরব পৌরসভার SWOT বিশ্লেষণ

সামর্থ্য	দুর্বলতা
➢ দক্ষ পৌর পরিষদ বিদ্যমান। ➢ নির্বাচিত পৌর পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সক্রিয় ➢ হাট-বাজার ও অন্যান্য ইজারার মাধ্যমে আয়ের উৎস বিদ্যমান। ➢ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত নগরায়ন সম্ভব। ➢ পৌর সেবার মান বৃদ্ধি হওয়ায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ➢ পৌরসভার নিজস্ব পর্যাপ্ত ভূমি বিদ্যমান ➢ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। ➢ বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাই। ➢ নির্বাচিত পৌর পরিষদ বিদ্যমান। ➢ সেবা প্রদানে পৌর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আগ্রহ আছে।	➢ পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবলের অভাব। ➢ সরকারি প্রতিষ্ঠানের পৌরকর নিয়মিত আদায় হয় না। ➢ পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য মাস্টার প্লান নাই। ➢ পৌরসভা আইন প্রয়োগের দূর্বলতা ➢ তদারকি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য কোন জনবল নাই। ➢ জন সচেতনতার অভাব। ➢ ঘরবাড়ি ও শিল্প কল-কারখানা স্থাপনের জন্য পরিকল্পনার অভাব। ➢ চাহিদার তুলনায় অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থের অভাব। ➢ ইআইপিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয় না। ➢ ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ভাল নেই।
সুযোগ	**ঝুঁকি/হুমকি**
➢ গ্রোথ সেন্টার, শিল্প পার্ক, আমদানী-রপ্তানী ঘাট, শিশু পার্ক, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মান করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। ➢ পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ভৈরব পৌরসভার মধ্য দিয়ে অবস্থিত ইছামতি লেক, বন্যানিয়ন্ত্রন বাধ ও রাস্তার দুই পাশে বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে। ➢ নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ➢ পৌর এলাকার দক্ষিণ পশ্চিম অংশে বেশ কিছু ফাঁকা জমি থাকায় পরিকল্পিত শহর গড়ার ক্ষেত্রে সুযোগ বিদ্যমান। ➢ স্বাস্থ্য সেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক, মেডিকেল সেন্টার করা যেতে পারে। ➢ ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার করা যেতে পারে। ➢ নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। ➢ কমিউনিটি আবাসন ব্যবস্থা করা যায়। ➢ স্টেডিয়াম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন করা যেতে পারে।	➢ পৌর পুলিশিং ব্যবস্থা সক্রিয় না থাকায় সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। ➢ ভারী ভারী যানবাহন শহরের অভ্যন্তরে অপ্রশস্ত সড়কগুলিতে চলাচলের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সড়কগুলি যাতায়াতের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ➢ পৌরসভার ভিতরের খাল ও ডোবা ভরাট হয়ে যাওয়ায় পানি নিষ্কাশনসহ পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ➢ ভৌগোলিক কারণে পানিতে আয়রন ও আর্সেনিক এর মাত্রা বেশি। ➢ বন্যা দূর্গত ও নদীভাঙ্গন এলাকা হইতে দুঃস্থ জনগন শহরে প্রবেশ করায় জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রাধীন ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ➢ পূর্বে নির্মিত ভৌত অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের আর্থিক ব্যয় সংকুলান না হওয়া। ➢ আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিত ভাবে কল-কারখানা গড়ে ওঠায় পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

উল্লেখ্য পৌরসভার সামর্থ ও দুর্বলতা এবং সুযোগ ও হুমকি/ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিটি দল কার্যকর ভাবে পৌরসভা উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়।

৭.৩ পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রণয়ন

Pourashava Collective Vision Statement

SWOT বিশ্লেষণের পর প্রতিটি গ্রুপ তাদের অনুশীলনের মাধ্যমে গ্রুপ ভিত্তিক ভিশন বিবৃতি প্রণয়নপূর্বক উক্ত ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্র সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ ও ভিশন বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয় করে দলনেতার মাধ্যমে তা উপস্থাপন করা হয়। পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রণয়নের আলোচনাকালে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা নিরূপনের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের তথ্য যথা- বেইজ লাইন সার্ভে, ওয়ার্ড কমিটি (WLCC) সদস্যদের মতামত নিয়ে ওয়ার্ড ভিশনিং, এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মতামত ও গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশনিং প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যাদিসহ প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা বিবেচনায় আনা হয়। পৌরসভা ভিশনিং এর সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, এলজিইডি, ঢাকা, ওয়ার্ড কমিটি (WC) এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ করে পৌরসভা ভিশন অনুশীলনে অংশগ্রহনকারী ৪টি গ্রুপের স্টেকহোল্ডারদের বিশ্লেষণে পাওয়া তথ্যাদি ও SWOT বিশ্লেষণের ধারণা ও উপলব্ধির আলোকে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন বিবৃতি প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সকলের সম্মতিতে ‘ ভৈরব পৌরসভা ভিশন ২০৩৫’ শিরোনামে নিম্নোক্ত ভিশন বিবৃতি প্রণয়ন ও গ্রহণ করা হয় যা পৌরসভা মেয়র উপস্থিত সকলের সামনে উপস্থাপন করেন:

ভৈরব পৌরসভা ভিশন ২০৩৫

“২০৩৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার নাগরিক মৌলিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার অবকাঠামো উন্নয়ন সাধন, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, দারিদ্রমুক্ত, বর্জ্য দুষণমুক্ত, মাদকমুক্ত, পরিবেশ বান্ধব, আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দক্ষ, শিল্প সমৃদ্ধ, পরিকল্পিত, নিরাপদ এবং আধুনিক নগর হিসেবে ভৈরব পৌরসভাকে গড়ে তুলতে চাই”

৭.৪ উন্নয়ন ক্ষেত্রসমূহের সম্মিলিত অগ্রাধিকার ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ণয়

Collective Prioritization of Development Areas and Setting Strategies

বেইজ লাইন সার্ভে, ওয়ার্ড কমিটি (WC) সদস্যদের মতামত নিয়ে ওয়ার্ড ভিশনিং এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মতামত এবং পৌরসভা ভিশন অনুশীলনের ফলাফল বিবেচনায় রেখে ৪টি গ্রুপের অনুশীলনের মাধ্যমে চুড়ান্তভাবে পৌরসভার সম্মিলিত ভিশন তৈরী করার পর পৌরসভা সম্মিলিত ভিশন অর্জনের জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত স্টেকহোল্ডারগণকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে চিহ্নিত উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহের অগ্রাধিকার এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল পুনসংগঠিত করে নিম্নোক্ত ছকে প্রদত্ত হল :

৭.৪.১ অবকাঠামো ও সেবা

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	সোলার সিস্টেম বাতি	প্রতিটি গ্রোথ সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান ও মহল্লার রাস্তায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাম্প পোস্ট নির্মাণ, এনার্জি ও সোলার বাতির ব্যবস্থা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে আলোকিত পৌরসভা গড়ে তুলতে হবে।
২য়	গ্রোথ সেন্টার	ভৌগলিক অবস্থার কারনে ভৈরব পৌর এলাকায় রেল,সড়ক ও নৌ পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই উন্নত। স্বল্প খরচে এখান থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে রেল, সড়ক ও নৌ পথে বিভিন্ন পন্য আমদানী-রপ্তানী করা যায়। তাছাড়া পৌর এলাকার ভিতরে ভৈরব পাম্পিং স্টেশন ও ভৈরব ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র অবস্থিত হওয়ায় তাদের প্রয়েজনেই মেঘনা নদীর নাব্যতা ঠিক রাখতে হয়। তেলবাহী জাহাজের মাধ্যমে নৌপথে তেল এনে ভৈরব সংরক্ষন করা হয়। তাছাড়াও এখানে রয়েছে BIWTA এর একটি নৌ বন্দর। উক্ত বন্দরে তেল, সারসহ সরকারি ও বেসরকারি মালামাল আমদানী-রপ্তানী করা হয়। । ফলে বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীরা এখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভৈরব পৌরসভাকে ২০৩৫ সালের মধ্যে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত এবং স্বাবলম্বী পৌরসভা হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়বর্ধক কিছু কর্মকান্ড গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। পৌরসভার ৫টি গ্রোথ সেন্টারে ৫টি সুপার মার্কেট, পরিকল্পিত কাঁচা বাজার এবং স্বাস্থ্যসম্মত কসাইখানা নির্মাণের মাধ্যমে পৌরসভার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। ভৈরব পৌরসভার ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসক ও ভৈরব পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত জায়গাসমুহে পৌরসভা কর্তৃক গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হবে।
৩য়	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস ও কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টার	ভৈরব পৌরসভার সকল কার্যক্রম তৃনমূল পর্যায়ের সুফলভোগী জনগন, সিবিও বোর্ডের সদস্য এবং WC এর সদস্যবৃন্দের মতামত ও সুপারিশ অনুযায়ী করা হয়ে থাকে। ফলে প্রত্যেক ওয়ার্ডে প্রতি মাসে ৩/৪ বার মিটিং করতে হয়। নিজস্ব অফিস না থাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির পর এই মিটিংগুলি সম্পন্ন করতে হয়। ফলে নিয়মিত মিটিং পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে এবং অনেক ভোগান্ড়ি পোহাতে হয়। এছাড়াও পৌর সেবা (যেমন পরিচয় পত্র, জন্মনিবন্ধন সনদ পত্র, জরিপ কাজ, বিচার-শালিস ইত্যাদি) মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দিতে প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের জন্য প্রয়োজন নিজস্ব অফিস। যে অফিস হতে জনগনকে সহজে ও স্বল্প সময়ে পৌরসেবা প্রদানসহ বিভিন্ন সভা ও বিচার-শালিস করা সম্ভব হবে। কাজেই প্রতিটি ওয়ার্ডে তিন তলা ভবন বিশিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস নির্মাণ করে পৃথক পৃথক ভাবে নিচ তলায় মহিলা ও পুরুষদের মার্কেট, দ্বিতীয় তলায় মহিলা কমিউনিটি পুলিশিং, পুরুষ কমিউনিটি পুলিশিং, কাউন্সিলরের অফিস এবং তৃতীয় তলায় সেমিনার/সভাকক্ষ স্থাপন করে ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস নির্মান করা হবে।
৪র্থ	নর্দমা নির্মাণ/ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ	ড্রেনেজ মাস্টার প্লান তৈরী করত পাকা, গভীর, প্রশস্ত ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী করা, আউটফল হিসেবে বিবেচিত ইছামতি লেক ও কাগেশ্বর নদী সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।
৫ম	রাস্তা, ফুটপাত, সেতু, কালভার্ট	জনগণের সুবিধা অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে এবং ধারন ক্ষমতা নির্ধারনের মাধ্যমে রাস্তা ও ফুটপাত নির্মাণ। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থাপনাসহ রোড নেটওয়ার্ক প্লান প্রণয়ন এবং দুধারে গাছ লাগানোর মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধন। সঠিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আবশ্যকমত নকশানুযায়ী ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মান।
৬ষ্ট	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন	ভৈরব পৌরসভার পানিতে অর্সেনিক ও আয়রন বেশী থাকায় মেঘনা নদীর পানি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে পানির সরবহার বাড়ানোর জন্য নতুন নতুন প্রোডাকশন টিউবয়েল স্থাপন করা। পানির পাম্প, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন, পানির লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
৭ম	আবর্জনা অপসারণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পৌর এলকায় নির্দিষ্ট ডাম্পিং গ্রাউন্ড নির্ধারণ। পর্যাপ্ত ডাস্টবিন ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পিত ও স্বাস্থ্য-সম্মতভাবে ময়লা, বর্জ্য সংগ্রহ করে রিসাইক্লিং প্লান্টের মাধ্যমে জৈব সার প্রস্তুতকরণ
৮ম	বিনোদন সুবিধা	দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম কোমল মতি শিশু-কিশোরদের পরিচর্যা, মননশীলতা ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশের জন্য বিনোদন খুবই অপরিহার্য। কিন্তু পৌর এলাকায় বিনোদনের কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকায় শিশু-কিশোররা তাদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে, তারা

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
		মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থ হওয়াসহ বিভিন্ন কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এহেন অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য ভৈরব পৌর এলাকায় একটি শিক্ষামূলক শিশু পার্ক নির্মাণ করে বিনোদনের ব্যবস্থা করা হলে একদিকে যেমন শিশু-কিশোররা বিনোদনের বিভিন্ন কলা কৌশল উপভোগ করতে পারবে অন্যদিকে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পৌরসভা তথা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়াও ভৈরববাসীসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার জনগন শিশু পার্কে আগমন করে কিছুটা হলেও মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে। ।
৯ম	গৃহায়নসহ বস্তি উন্নয়ন	প্লান মাফিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে বস্তিশেডের ব্যবস্থাকরণ। দরিদ্র জনগণের কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ।

৭.৪.২ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা	স্বাস্থ্যের মান বাড়ানোর জন্য এম বি বি এস ডাক্তার নিয়োগ করতে হবে। এলাকা ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরন।
২য়	শিক্ষা সেবা	এলাকা ভিত্তিক চাহিদা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। নির্মিত প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুকরণের মাধ্যমে দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
৩য়	স্যানিটেশন	হতদরিদ্র ও বস্তিবাসীর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, পুরুষ ও মহিলা টয়লেট নির্মাণ,স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলা টয়লেট সুবিধা এবং মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে টয়লেট সুবিধা প্রদান করে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
৪র্থ	বিনোদন ব্যবস্থা	সুসজ্জিত বিনোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। এলাকা ভিত্তিক পাঠাগার নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার, শিশু পার্ক নির্মাণ।
৫ম	নিরাপত্তা	আইন শৃংখলার অভূতপূর্ব উন্নতি ছাড়া কোন জাতীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন তথা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। তাই পৌরসভার পৃষ্টপোষকতা ও অর্থায়নে পৌর এলাকার আইন শৃংখলার উন্নতির জন্য ওয়ার্ড কমিউনিটি পুলিশিং, বাজার কমিউনিটি পুলিশিং, পৌর কমিউনিটি পুলিশিং কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের বিভিন্ন সময়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কমিটি সমাজের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীতে অবহিত করণসহ কোন কোন ক্ষেত্রে শালিশী বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করে পৌর এলাকার আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত কর হবে।
৬ষ্ঠ	দারিদ্র্য	পৌর এলাকায় ৪৫% লোক দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র নিরসনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্প, কলকারখানা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং বিলুপ্ত তাঁত শিল্প পুনরায় চালু করতে হবে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার আওতায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৭ম	আবাসন	বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে তাতে এক সময় দেখা যাবে কৃষি জমি আর থাকবে না। মানুষের চাহিদার সাথে সাথে কৃষি জমিতে তাদের বাসস্থান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে দিন দিন কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। পৌরসভা যদি প্রতিটি ওয়ার্ডের অধিকাংশ পরিবারকে কমিউনিটি ভিত্তিতে খাস,পতিত,অব্যবহৃত ও এক ফসলি জমিতে ১৫/১৬টি বহুতল ভবনে আবাসনের ব্যবস্থা করে দিতে পারে তাহলে তাঁরা কৃষি জমির উপর আবাসন নির্মানের পরিকল্পনা হতে বিরত থাকবে। ভৈরব পৌরসভা কর্তৃক কমিউনিটি ভিত্তিক আবাসন নির্মান করা হবে।
৮ম	দৈনন্দিন জীবিকা	যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরী করে অর্থনীতির গতি বৃদ্ধি করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে নারীদেরকে স্বনির্ভর করা।
৯ম	জীবনযাত্রার মান	নিম্নমানের জীবনযাত্রার মান বর্তমান পৌরসভায় বিদ্যমান। দক্ষ জনশক্তি তৈরী করে কর্মসংস্থান ও উপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নতিকরণ।

৭.৪.৩ গভার্নেন্স/ পরিচালন পদ্ধতি

সম্মিলিত অগ্রাধিকারক্রম	উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ	বাস্তবায়ন কৌশল
১ম	পৌরসভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	পৌরসভার আর্থিক ও প্রশাসনিক এবং অন্যান্য কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহন সুনিশ্চিত করতে হবে, বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়ন করতে হবে। সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান। পৌর নাগরিকের সরবরাহ ও সুবিধাদি নিশ্চিত করা।
২য়	মহা পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবস্থার পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন।	পৌরসভার মহাপরিকল্পনায় পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা নিরূপনের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের তথ্য যথা- বেইজ লাইন সার্ভে, পরিবার জরিপ, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) ওয়ার্ড কমিটি (WC) সদস্যদের মতামত নিয়ে ওয়ার্ড ভিশনিং, এবং নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) এর মতামত ও গ্রুপ ভিত্তিক পৌরসভা ভিশনিং প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি এবং পৌরসভার আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ প্রতিবেদনের তথ্যাদিসহ প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থা বিবেচনায় পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হবে।
৩য়	নতুন পানি সংযোগ গ্রহন ইত্যাদি সেবা গ্রহণের অবাধ সুযোগ	ভৈরব পৌর এলাকার পানিতে আর্সেনিক, আয়রন ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের পরিমাণ বেশী থাকায় হস্তচালিত নলকূপের পরিবর্তে পৌরসভার নলবাহিত পানির উপর পৌরবাসী নির্ভরশীল। পৌর এলাকার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের চাহিদার উপর ভিত্তি করে পানির লাইনের পরিমান ও সেবা বৃদ্ধি করা হবে।
৪র্থ	বিরোধ নিস্পত্তি	এলাকা ভিত্তিক বিরোধ নিস্পত্তিকরণের জন্য প্রতি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের অফিস নির্মান। অভিযোগ নিরসনের লক্ষে এলাকা ভিত্তিক বিরোধ নিস্পত্তি বোর্ড গঠন। পৌরসভায় অভিযোগ দায়েরের কৌশল জনসাধারণকে অবগত করানো। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি করা হবে।
৫ম	জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন,	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন পদ্ধতি অব্যাহত রাখার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের জনবলকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করা প্রয়োজন।
৬ষ্ঠ	আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা	পৌরসভায় অভিযোগ দায়েরের কৌশল জনসাধারণকে অবগত করানো। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগে সমতা ও সাম্যতা আনা হবে।
৭ম	পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা।	বাংলাদেশের সকল পৌরসভা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন ২০১০ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। উক্ত আইনের আওতায় পৌরসভার জনবল ও প্রশাসনিক সুবিধা প্রদান করা হবে।